১৯৭১ ভেতরে বাইরে, অধ্যায়ঃ মুজিব বাহিনী

একটি নিরপেক্ষ এবং নির্মোহ বিশ্লেষন (পব্ব ৬)

সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ ছিলেন মুজিব বাহিনীর স্রষ্টা। এছাড়াও ততকালীন ছাত্রলীগ এবং ডাকসু'র সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদক'রাও (নুরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন) ছিলেন ছিলেন এই মুজিব বাহিনীর সাথে সরাসরি জড়িত। ১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধুর পর পরই এই চার ছাত্রনেতা 'চার খলিফা' নামে খুবই জনপ্রিয় এবং পরিচিত ছিলেন ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এছাড়াও আরো ছিলেন, হাসানুল হক ইনু (পরর্বতীতে জাসদ নেতা), প্রয়াত সৈয়দ আহমেদ (পরর্বতীতে সাধারন সম্পাদক যুবলীগ) প্রমুখ। মুক্তি বাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক ছাত্র এবং যুব সমাজের মধ্যে এই সব প্রাক্তন এবং র্বতমান ছাত্রলীগ নেতাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ' আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং অধিকাংশ সাংসদের কাছে গ্রহনযোগ্য হলেও, ব্যাক্তিগত জনপ্রিয়তা আর গ্রহনযোগ্যতায় জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ' সাধারন জনসাধারনের কাছে বঙ্গবন্ধুর কাছে ধারেও ছিলেন না। বাংলাদেশের ইতিহাসের শুদ্ধতম রাজনীতিবিদ তাজউদ্দীন আহমেদ অধিকাংশ নিব্বাচিত সংসদ সদস্য এবং দলীয় নেতা র্কমীদের মধ্যে পরিচিত এবং গ্রহনযোগ্য হলেও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থীতিতে তিনি ছিলেন অনেকের কাছেই (বিশেষত সামরিক বাহিনীর অফিসার এবং সৈনিকদের কাছে) প্রায় সর্ম্পূন অপরিচিত এবং নতুন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়, বিশেষত শুরুতে; বাংলাদেশের ইতিহাসের শুদ্ধতম রাজনীতিবিদ জনাব তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন এক রকম অসহায়। একদিকে কুচক্রী মোশ্তাক, ঠাকুর, চাষী গং, অন্যদিকে যুবনেতাদের নেতৃত্বে গঠিত 'মুজিব বাহিনী'। কুচক্রী মোশ্তাক জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ'এর বিরুদ্ধে সব সময় মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বকে উস্কানী দিতে থাকেন; যা পরর্বতীতে ১৯৭৫ সালের ১৪ আগষ্ট মধ্য-রাত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ের মুক্তিবাহিনীর উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসাররাও' জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ'এর এই অসহায়ত্বের সুযোগের অপচয় করতে রাজী ছিলেন না। তারই প্রমান দেখি এই মুক্তিযুদ্ধের এই পর্যায়ে। জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় পরিস্থীতি সামাল দেন।

তিনি মুজিব বাহিনী'কে ব্যালান্স করেন; এম, এন এ কর্নেল ওসমানী'র (অবঃ) অধীনে থাকা সামরিক অফিসারদের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর মাধ্যমে। আর অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে জিয়া আর খালেদ পরস্পরকে ব্যালেন্স করেন। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি কুচক্রী মোশ্তাক'কে অন্তরীন করতে বাধ্য হন।

বঙ্গবন্ধুর ফিরে না আসলে অথবা মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বঙ্গবন্ধুর অর্বতমানে এই ধরনের আভন্তরীন সংঘাত ছিল অনিবার্য। ১৯৭২ সালে প্রথমে ছাত্রলীগের ভাঙ্গন এবং তারই ধারাবাহিকতায় জাসদের সৃষ্টি তারই প্রথম প্রমান। সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্ধও হয়তো ১৯৭২ সালেই আরো প্রকট আকার ধারন করতো! এই যুক্তির স্বপক্ষে প্রমান হিসাবে আমরা দেখতে পাই, স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছর পর' ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টে 'মোস্তাক এবং ফারুক-রশীদের নেতৃত্বে' বংগবন্ধুর হত্যার পর পরই সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ জিয়া আর সেনাবাহিনী'র সি জি এস খালেদ মোশাররফের মধ্যে ক্ষমতার সেই পুরানো দ্বন্ধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

৩ রা নভেম্বর ভোর রাতে খালেদ মোশাররফ- শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে পাল্টা অভূথ্যানে কুচক্রী মোশ্তাক' ক্ষমতা হারানোর সম্ভাবনা দেখা মাত্রই তার রাজনৈতিক প্রতিদন্ধী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ' সহ মুজিব নগর সরকারের সব গুরুত্বর্পূন নেতাকে জেলের মধ্যে হত্যা করান। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে '৭ নভেম্বরে তথাকথিত সৈনিক বিদ্রোহে' ৭ নভেম্বর সকালে শেরে বাংলা নগরে খালেদ মোশাররফ নিহত হন। ৭ নভেম্বর দুপুরের পর থেকেই জিয়া আর তাহেরের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্ধ শুরু হয়, এবং চুড়ান্ত লড়াইয়ে জিয়াউর রহমান জয়ী হন এবং পরর্বতীতে তাহের ফাসী কাষ্ঠে প্রান দেন।

১৯৭১ সালে লাখ লাখ নিবেদিত প্রান ছাত্রলীগের র্কমীদের কাছে প্রচার বিমুখ তাজউদ্দীনের চেয়ে চার যুবনেতা'র (সিরাজুল আলম খান, শেখ মনি, আব্দুর রাজ্জাক আর তোফায়েল আহমেদ) আবেদন ছিল অনেক বেশী। যুবনেতারা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতীতে নেতৃত্বের দাবী করলেন, যদিও তার কোন সংবিধানিক ভিত্তি ছিল না। তাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার গঠন হলে এবং সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী তাজউদ্দীন আহমেদ'এর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে যুবনেতারা বঙ্গবন্ধুর নামে' কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অনুমোদন ব্যাতীত 'মুজিব বাহিনী' গঠন করেন।

একদিকে যুবনেতারা যেমন নিজেদের রাজনৈতিক এবং/অথবা ব্যাক্তিগত স্বার্থে বঙ্গবন্ধুর নামে 'মুজিব বাহিনী' গঠন করে চরম অন্যায় করেছিল, ঠিক তেমনি সামরিক

অফিসার'দেরও (জিয়া, শফিউল্লাহ, খালেদ এবং এ কে খন্দকার) নিজেদের নামে এই ধরনের ব্রিগেড গঠন'ও ছিল চরম অন্যায়।

সামরিক অফিসারদের উচ্চাভিলাষ দেখে তাদের অনুকরনে টাঙ্গাইলে ছাত্রনেতা এবং প্রাক্তন সৈনিক কাদের সিদ্দিকী, ভালুকায় মেজর আফসার এবং ফরিদপুরে নন-কমিশন্ড অফিসার হেমায়েত' নিজেদের নামে বাহিনী গঠন করেন। নিজেদের নামে এই ধরনের ব্রিগেড বা বাহিনী তৈরী, যা ছিল সামরিক আইনের চরম পরিপন্থী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ!

আগেই উল্লেখ করেছি, বঙ্গবন্ধুর ফিরে না আসলে অথবা মুক্তিযুদ্ধ আরো র্দীঘস্থায়ী হলে বঙ্গবন্ধুর অর্বতমানে বেসামরিক নেতৃত্বের মধ্যেও এই ধরনের আভন্তরীন সংঘাত ছিল অনিবার্য। মুজিব বাহিনীর স্রষ্টা সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ হলেও দলীয় প্রভাবশালী নেতা র্কমীদের মধ্যে সিরাজুল আলম খানের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী।

মুক্তি বাহিনীতে যোগদান ইচ্ছুক ছাত্র এবং যুব সমাজের মধ্যে এই সব প্রাক্তন এবং র্বতমান ছাত্রলীগ নেতাদের অপরিসীম প্রভাব থাকলেও, সরকার গঠনের জন্য তাদের কোন আইনগত বা রাজনৈতিক বৈধ্যতা ছিল না! এই চার যুবনেতার মধ্যে সিরাজুল আলম খান এবং শেখ মনি'ই ছিলেন মুজিব বাহিনীর মূল উদ্যোক্তা, যদিও দুই জনের আর্দশ ও উদ্দেশ্য ছিল সর্ম্পূন ভিন্ন। যা স্বাধীনতার পর পরই তা জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে যায়।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু ফিরে আসলেও উচ্চাভিলাশী সিরাজুল আলম খান থেমে থাকেন নাই। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লিগ সরকারকেও চ্যালেঞ্জ করতে বেশী দিন অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন না। ১৯৭২ সালে প্রথমে ছাত্রলীগের ভাঙ্গন এবং তারই ধারাবাহিকতায় জাসদের সৃষ্টি তারই প্রথম প্রমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের বিপরীতে তো আর মুজিব বাহিনী গঠন করা যায় না, তাই এইবার তিনি মুজিব বাহিনী'র পরিবর্তে গঠন করেন 'গন বাহিনী'। যার প্রধান হিসাবে পরর্বতীতে যোগদেন র্কনেল তাহের আর উপ-প্রধান নিযুক্ত হন 'হাসানুল হক ইনু।

শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনুগত ছিলেন। একই সময়ে শেখ মনি যুবলীগ কে পূর্নজীবিত করেন এবং তার অনুসারীদের যুবলীগের ব্যানারে সংগঠিত করতে থাকেন।

এই সময় বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের মধ্যে অনেক সংর্ঘষ ঘটতে থাকে, যার সবচেয়ে বড় উদাহরন, ১৯৭৪ সালে (সম্ভবত সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু গলব্লাডার অপারেশনের জন্যয় লন্ডনে অবস্থান করছিলেন) মহসীন হলে ততকালীন ছাত্রলীগ নেতা সফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে কোহিনুর সহ যুবলীগের সাত জন ক্যাডার'কে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করার ঘটনা।

সেই সময় আমি ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্র ছিলাম, এবং পরদিন সকালে বন্ধুদের সাথে মহসীন হলের ঘটনাস্থল দেখে আসি। এই হত্যাকান্ড সমগ্র দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে প্রচন্ড আতংকের সৃষ্টি করে আর আওয়ামী লীগ সরকার'কে প্রচন্ড বেকায়দায় ফেলে।

পরর্বতীতে এই ঘটনায় শাস্তি হিসাবে ছাত্রলীগ নেতা সফিউল আলম প্রধান সহ আরো অনেকের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এই দন্ড মওকুফ করে দিলে সফিউল আলম প্রধান জেল থেকে ছাড়া পায় এবং জাগপা নামে দল গঠন করেন। এর পর থেকে তিনি আওয়ামী লীগের কট্টর সমালোচক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। পরর্বতীতে বায়তুল মোকাররম মার্কেটে অবস্থিত 'গিনি জুয়েলার্স'এ ডাকাতির অভিযোগে আবারও গ্রেফতার হন এই সফিউল আলম প্রধান, তিনি আবারও ছাড়া পান! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সফিউল আলম প্রধানের বাবা ছিলেন বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা গমিরুদ্দিন প্রধান।

যদিও মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব তাদের নিজেদের স্বার্থে এই বাহিনী গঠন করেছিলেন বলে ধারনা করা হয়, কিন্তু মুজিব বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে দেশপ্রেমের কোন কমতি ছিল না। 'বিটার সুইট ভিক্টরী, আ ফ্রিডম ফাইটারস টেইল' এর লেখক মেজর কাইয়ুম খান (অব) এর মত আরো অনেকেই তাদের বইতে আক্ষেপ করে লিখেছেন যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার অধীনের এক জন অত্যন্ত যোগ্য এবং সাহসী মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার' মুক্তি বাহিনী ত্যাগ করে মুজিব বাহিনী'তে যোগদান করেন।

মুজিব বাহিনীর অনেক সাহসী যোদ্ধা পরর্বতীতে সেনা বাহিনী এবং রক্ষী বাহিনীতে যোগদান করেন। মুজিব বাহিনীর বিখ্যাত সাহসী যোদ্ধাদের মধ্যে ঢাকা জেলায় খসরু, মন্টু, সেলিম, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, রাজশাহীতে ডাক্তার মন্টু, পাবনায় রফিকুল ইসলাম বকুল, ময়মনসিঙ্ঘে সৈয়দ আহমেদ এবং খালেদ খুররম, নোয়াখালী'তে মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, গোলাম সারোয়ার প্রমূখ।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সহ জাতীয় চার নেতা'কে হত্যার পর আওয়ামী লিগ সহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনেক নেতা র্কমী নীতি ও আর্দশ ত্যাগ করলেও, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ এর নেতৃত্বাধীন মুজিব বাহিনী'র অংশের নেতা র্কমীদের 'নীতি ও আর্দশ' ত্যাগের উদাহরন খুবই বিরল!

তথ্যসূত্রঃ

১। চাঁদপুরে নৌ-মুক্তিযুদ্ধ, মো শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক

২। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল

৩। 'বিটার সুইট ভিক্টরী, আ ফ্রিডম ফাইটারস টেইল' মেজর কাইয়ুম খান (অব)

৪। একাত্তর আমার; মোহম্মদ নুরুল কাদের

৫। বিদ্রোহী র্মাচ ১৯৭১, মেজর রফিকুল ইসলাম (অব) পি এস সি

৬। মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি র্নিদলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ

৭।একাত্তুরের গেরিলা, জহিরুল ইসলাম

৮। গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, মাহবুব আলম

৯। একাত্তুরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা', মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম

নাজমুল আহসান শেখ, ১ মে ২০১৫ সিডনী, victory1971@gmail.com